BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লীলা মজুমদার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সিগনেট প্রেস॥ কলকাতা ২৩

www.BanglaBook.org

পঞ্চম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৮০
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
২৫।৪ একবালপুর রোড
কলকাতা ২৩
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
ছবি এঁকেছেন
অহিভূষণ মল্লিক
মুদ্রক
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দাম দু'টাকা পঁচিশ পয়সা

www.BanglaBook.org

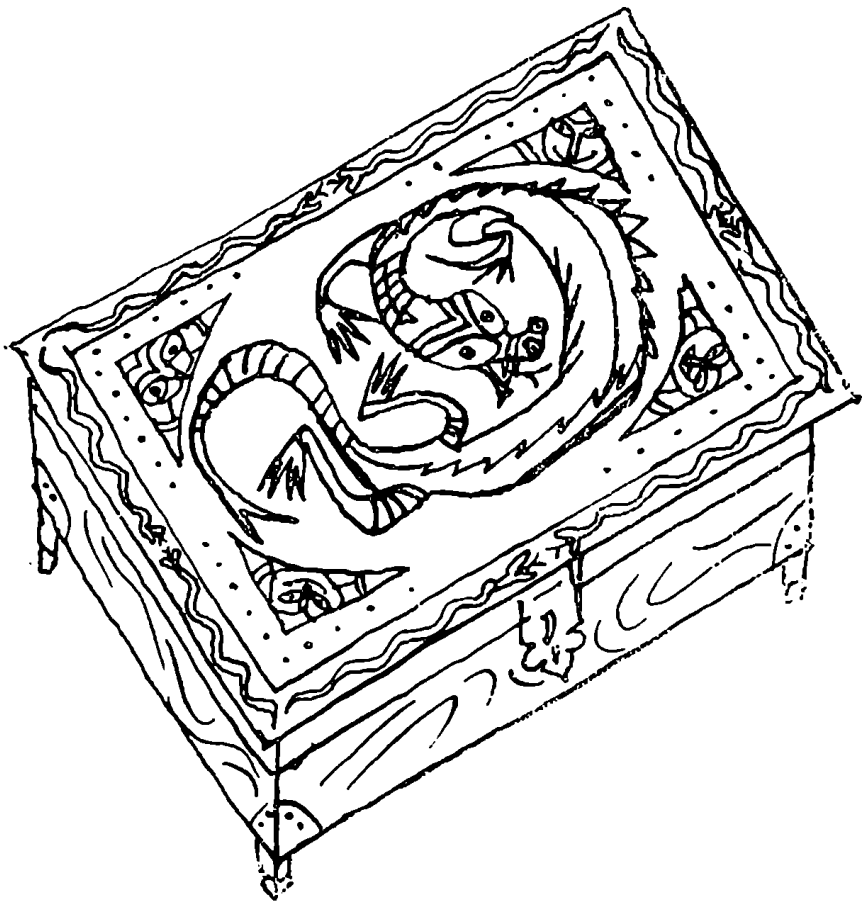

পাঁচুমামার প্যাঁকাটির মতন হাত ধরে টেনে ওকে ট্রেনে তুললাম। শূন্যে খানিক হাত পা ছুঁড়ে, ওবাবাগো মাগো বলে চেঁচিয়ে-টেঁচিয়ে শেষে পাঁচুমামা খচমচ করে বেঞ্চিতে উঠে বসল। তারপর পকেট থেকে লাল রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে ফেলে, খুব ভালো করে নিজের হাত-পা পরীক্ষা করে দেখল কোথাও ছড়ে গেছে কিনা ও আয়োডিন দেওয়া দরকার কিনা। তারপর কিছু না পেয়ে দু'বার নাক টেনে, পকেটে হাত পুরে, খুদেখুদে পা দুটো সামনের বেঞ্চিতে তুলে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে চিঁচিঁ করে বলল, "ছোটবেলায় একবার ভুলে বাদশাহি জোলাপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচুমামা খচমচ করে বেঞ্চিতে উঠে বসল

www.BanglaBook.org

খেয়ে অবধি শরীরটা আমার একদম গেছে, কিন্তু বুকে আমার সিংহের মতন সাহস। তা নইলে পদিপিসীর বর্মিবাক্স খোঁজার ব্যাপারে হাত দেব কেন!" বলে ভুরুদুটো কপালে তুলে চোখদুটো জিজ্ঞাসার চিহ্ন বানিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তো অবাক!

কোণার বেঞ্চিতে যে চিমড়ে ভদ্রলোক ছেলেপুলে বাক্সপ্যাঁটরা ও মোটা গিন্নি নিয়ে বসে-বসে আমাদের কথা শুনছিলেন তিনিও অবাক! পাঁচুমামা বলল, "একশো বছর পরে পদিপিসীর বর্মি-বাক্স আমি আবিষ্কার করব। জানিস, তাতে এক-একটা পান্না আছে এক-একটা মোরগের ডিমের মতন, চুনী আছে এক-একটা পায়রার ডিমের মতন, মুক্তো আছে হাঁসের ডিমের মতন! মুঠো-মুঠো হীরে আছে, গোছা-গোছা মোহর আছে। তার জন্য শত-শত লোক মারা গেছে, রক্তের সালওয়েন নদী বয়ে গেছে, পাপের উপর পাপ চেপে পর্বত তৈরি হয়েছে—সব আমি একা উদ্ধার করব!"

তখন আমার ভারি রাগ হল। বললাম, "তুমি ইঁদুর ভয় পাও, গরু দেখলে তোমার হাঁটু বেঁকে যায়, তুমি কী করে উদ্ধার করবে?" পাঁচুমামা বলল, "আমার মনের ভিতর যে সিংহ গর্জন করছে।" বলে একদম চুপ মেরে গেল। আমি পাঁচুমামাকে একটা ছাঁচি পান দিলাম, এক বোতল লেমোনেড খাওয়ালাম, খাবারওয়ালাকে ডেকে মস্ত শালপাতার ঠোঙা করে লুচি-আলুরদম, কপির সিঙ্গাড়া, খাজা আর রসগোল্লা কিনে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। বললাম, "ও পাঁচুমামা, পদিপিসীর বর্মিবাক্সটা কোথায় আছে?" পাঁচুমামা আমার এত কাছে ঘেঁষে এল যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার কনুইটা আমার কোঁকে ফুটতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচুমামার ভুরুর প্রত্যেকটা লোম খাড়া হয়ে দুটো শুঁয়োপোকার মতন দেখাতে লাগল। ওর মাথাটা ঝুলে আমার এত কাছে এসে গেল যে ঐ শুঁয়োপোকার শুড়শুড়ি আমার কপালে লাগল। পাঁচুমামা নিচু গলায় কথা বলতে লাগল, আর আমি তাই শুনতে-শুনতে টের পেলাম চিমড়ে ভদ্রলোক কখন জানি ওঁর নিজের বেঞ্চি ছেড়ে পাঁচুমামার ওপাশে ঘেঁষে হাঁ করে কথা শুনছেন, আর তার চোখ দুটো গোলগোল হয়ে গেছে আর গলার মধ্যিখানে একটা গুটলি মতন ওঠানামা করছে। তাই দেখে আর পাঁচুমামার কথা শুনে আমার সারা গা শিরশির করতে লাগল।

পাঁচুমামা বলতে লাগল, "দেখ্, মামাবাড়ি তো যাচ্ছিস। সেখানকার গোপন সব লোমহর্ষণ কাহিনীগুলো তোর জানা দরকার একথা কখনো ভেবে দেখেছিস? পদিপিসীর নাম ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকতে পারত তা জানিস? ঠাকুর্দার পদিপিসী, অদ্ভুত রাঁধতে পারতেন। একবার ঘাস দিয়ে এইসা চচ্চড়ি রেঁধেছিলেন যে বড়লাট সাহেব একেবারে থ! বলেছিলেন, এই খেয়েই তোমলোককো দেশকো এইসা দশা! থাক্‌গে সে কথা! অদ্ভুত রাঁধুনি ছিলেন পদিপিসী। বেঁটেখাটো বিধবা মানুষ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আর মনে জিলিপির প্যাঁচ। সিংহের মতন তেজও ছিল তাঁর, হাজার হোক, এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমি তো তাঁরই বংশধর। বুঝলি, ঐ পদিপিসী গরুর গাড়ি চড়ে, মাঘীপূর্ণিমার রাতে, বালাপোশ গায়ে, মিমাইখুড়োর বাড়ি চলেছেন বত্রিশবিঘার ঘন শালবনের মধ্যে দিয়ে। যাচ্ছেন আর মনে-মনে

www.BanglaBook.org

পদিপিসী···বেঁটেখাটো বিধবা মানুষ

www.BanglaBook.org

হঠাৎ হৈহৈরৈরৈ করে একদল ডাকাতপানা লোক…

www.BanglaBook.org

ভাবছেন নিমাই খুড়োর ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, জঙ্গলে একা থাকেন, মেলা সাঙ্গোপাঙ্গো চেলা নিয়ে, কপালে চন্দন সিঁদুর দিয়ে চিত্তির করা, কথায়-কথায় ভগবানের নাম। অথচ এদিকে মনে হয় দেদার টাকা, দানটানও করেন, জিগগেস করলে বলেন—সবই ভগবানের দয়া! এত লোক থাকতে ভগবান যে কেন ওঁকেই দয়া করতে যাবেন সেও একটা কথা।

"এইসব ভাবছেন হঠাৎ হৈহৈরৈরৈ করে একদল লাল লুঙ্গিপরা লাল পাগড়ি বাঁধা, লাল চোখওয়ালা ডাকাতপানা লোক একেবারে গরুর গাড়ি ঘেরাও করে ফেললে! নিমেষের মধ্যে গরু দুটো গাড়ি থেকে খুলে নিল, আর পদিপিসীর সঙ্গে রমাকান্ত ছিল, তাকে তো টেনেহিঁচড়ে গরুর গাড়ি থেকে বার করে তার ট্যাঁক থেকে সাড়ে সাতআনা পয়সা আর নস্যির কৌটো কেড়ে নিলে। পদিপিসী থান পরা, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, কোমরে কাপড় জড়িয়ে আর তার উপর দুই হাত দিয়ে রাস্তার মাঝখানে এমন করে দাঁড়ালেন যে ভয়ে কেউ তাঁর কাছে এগুলো না। শেষটা তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, 'ওরে বাটপাড়েরা, গাড়োয়ান রমাকান্ত সবাইকেই তো আধমরা করে ফেললি, গরুগুলোরও কিছু বাকি রেখেছিস কিনা জানি না। এবার তোরাই আমাকে নিমাই খুড়োর বাড়ি কাঁধে করে পৌঁছে দে!' তাই না শুনে ডাকাতরা জিভটিভ কেটে, পদিপিসীর পায়ে একেবারে কেঁদে পড়ে বলল, 'নিমাই সর্দার যদি জানতে পারে তার কুটুমকে এরা ধরেছিল—নিমাই সর্দার এদের প্রত্যেকের ছাল ছাড়িয়ে নেবে হাউমাউ!' তখন তারা ফের গরু জুতে, পয়সা ফিরিয়ে, রমাকান্তর গায়ে হাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুড়োমশাই দাঁড়িয়ে গোঁফ নাড়তে লাগলেন

www.BanglaBook.org

বুলিয়ে, গাড়োয়ানকে নগদ চারটে পয়সা ঘুষ দিয়ে, নিজেরাই নিমাই খুড়োর বাড়ির পথ দেখিয়ে দিয়েছিল।

"পদিপিসীও নিমাই খুড়োর কথা জানতে পেরে মহাখুশি!"

পাঁচুমামা ঢোক গিলে চোখ গোল করে আরো কত কি বলল। "পদিপিসীর ভীষণ বুদ্ধি, ধাঁ করে টের পেয়ে গেলেন খুড়োই ডাকাতদলের সর্দার। পদিপিসী খুড়োর বাড়ি দুপুর রাতে পৌঁছেই খুড়োর চোখের ওপর চোখ রেখে, দাঁতে-দাঁত ঘষে বললেন—'শালবনে আমাকে ডাকাতে ধরেছিল, তাড়াতাড়ি গরুর গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে আমার তসরের চাদর খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, পায়ের বুড়ো আঙুলে হোঁচট লেগেছে, আর তা ছাড়া মনেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছে। এর কী প্রতিশোধ নেব এখনও ঠিক করিনি। এখন রান্না করব, খাব, তারপর পান মুখে দিয়ে শুয়ে-শুয়ে ভেবে দেখব।'

"খুড়োর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হাত থেকে রূপোবাঁধানো গড়গড়ার নলটা মাটিতে পড়ে গেল; খুড়োমশাই বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে তারই উপর একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফ নাড়তে লাগলেন, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না! পদিপিসী তাই দেখে প্রসন্ন হয়ে বললেন—'আমার মধ্যে যে সব সন্দেহরা বাঁক বেঁধে অন্ধকার বানিয়ে রেখেছে, তারা যাতে মনের মধ্যেই থেকে যায়, বাইরে প্রকাশ পেয়ে তোমার অনিষ্ট না ঘটায়, তার ব্যবস্থা অবিশ্যি তোমার হাতে।' বলে চাদরটা চৌকির উপর রেখে কুঁজো থেকে খাবার জল নিয়ে খেলেন। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে খুড়িকে ঠেলে বের করে দিয়ে মনের সুখে গাওয়া ঘি দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের মতন চারটি ঘি-ভাত রাঁধতে বসে গেলেন। খুড়োও আস্তে-আস্তে সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন—'তোমায় পঞ্চাশ টাকা দেব যদি ডাকাতের কথা কাউকে না বল।'

"পদিপিসী একমনে রাঁধতে লাগলেন।

"খুড়ো বললেন—'একশো টাকা দেব।' পদিপিসী একটু হাসলেন। খুড়ো বললেন—'পাঁচশো টাকা দেব।' পদিপিসী একটু কাশলেন। খুড়ো মরীয়া হয়ে বললেন—'হাজার টাকা দেব, পাঁচ হাজার টাকা দেব, আমার লোহার সিন্দুক খুলে দেব, যা খুশি নিও।' পদিপিসী খুন্তিকড়া নামিয়ে রেখে সোজা সিন্দুকের সামনে উপস্থিত হলেন। খুড়ো সিন্দুক খুলতেই হীরে-জহরতের আলোয় পদিপিসীর চোখ ঝলসে গেল। খুড়ো ভেবেছিলেন সেইসঙ্গে পদিপিসীর মাথাও ঘুরে যাবে, কী নেবে না-নেবে কিছু ঠাহর করতে পারবে না। কিন্তু পদিপিসী সে মেয়েই নয়। তিনি অবাক হয়ে গালে আঙুল দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন—'ওমা, এ যে আলাদীনের ভাঁড়ার ঘর! ব্যাটা ঠ্যাঙাড়ে বাটপাড়, কি দাঁওটাই মেরেছিস!' বলে দুহাতে জড়ো করে একটিপি ধনরত্ন মাটিতে নামালেন। আর একটা হাঙ্গরের নক্সা আঁকা লাল বর্মিবাক্সও টেনে নামালেন। খুড়ো হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে বললেন—'আহা ওটা থাক, ওটাতে যে আমার সব প্রাইভেট পেপার আছে!'

"পদিপিসী থপ করে মাটিতে থেবড়ে বসে বললেন—'চোপরাও শালা। নয়তো সব প্রাইভেট ব্যাপার খবরের কাগজে ছেপে দেব।' বলে কাগজপত্র বের করে ফেলে দিয়ে ঐ সব ধনরত্ন বর্মিবাক্সে ভরে নিয়ে, আবার রান্নাঘরে গিয়ে জলচৌকিতে বসে কড়াটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনুনে চাপালেন। সারারাত ঘুমোলেন না, বাক্স আগলে জেগে রইলেন, ভোর না হতেই আবার গরুর গাড়ি চেপে শালবনের মধ্যে দিয়ে লাল আলোয়ান গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।"

পাঁচুমামা এবার থামল। আর আমি মাথা বাগিয়ে জিগগেস করলাম—"তারপর ?" এবং সেই চিমড়ে ভদ্রলোকও নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললেন—"তারপর ? তারপর ?" পাঁচুমামা বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনার কী মশাই ?" ভদ্রলোক অপ্রস্তুতপানা মুখ করে বললেন—"না, না—গল্পটা বড় লোমহর্ষণ কিনা—"

পাঁচুমামা আরোও কী বলতে যাচ্ছিল, আমি হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে বললাম—"চুপ, চোখ ইজ জ্বলজ্বলিং।" পাঁচুমামা তাঁকে কিছু না-বলে আবার বলতে লাগল—"এত কষ্ট করে পাওয়া বর্মিবাক্স নিয়ে পদিপিসী সারাদিন গরুর গাড়ি চেপে বাড়িমুখো চলতে লাগলেন। দুপুরে সজনে গাছতলায় গাড়ি থামিয়ে খিচুড়ি আর সজনে ফুল ভাজা খাওয়া হল, তারপর আবার গাড়ি চলল। এমনি করে রাত দশটা নাগাদ পদিপিসী বাড়ি পৌঁছুলেন। কেউ মনেই করেনি পিসী এত শিগগির ফিরবেন, সবাই অবাক। সবাই বেরিয়ে এসে পদিপিসীকে আর জিনিসপত্র পোঁটলা-পাঁটলি টেনে নামাল। তারপর গোলমাল, হ্যাঁচামেচি, ডাকাতের গল্প, অবশ্যি ডাকাতের সঙ্গে খুড়োর যোগের কথা পদি-পিসী ছাড়া কেউ সন্দেহও করেনি, পদিপিসীও চেপে গেলেন। হঠাৎ বাক্সটার কথা মনে পড়তে বগল থেকে সেটাকে টেনে বের করে দেখেন, যেটাকে বর্মিবাক্স বলে যত্নে গাড়ি থেকে নামিয়ে-ছিলেন সেটা আসলে পানের ডিবে। বর্মিবাক্স পাওয়া যাচ্ছে না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই চিমড়ে ভদ্রলোকও নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললেন···

www.BanglaBook.org

পাঁচুমামা চোখ গোল করে চুল খাড়া করে চিঁচিঁ করে বলতে লাগল আর আমি আর সেই চিমড়ে ভদ্রলোক নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগলাম। "সে বাক্স একেবারে হাওয়া হয়ে গেল। সেই রাতদুপুরে পদিপিসী এমন চ্যাঁচামেচি শুরু করলেন যে বাড়িসুদ্ধু সবাই যে যেখান থেকে পারে মশাল, মোমবাতি, লণ্ঠন, তেলের পিদ্দিম জ্বেলে নিয়ে এসে এ ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে মহা খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পদিপিসী নিজে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিলেন। বললেন, 'নেই বললেই হল! এই আমার বগলদাবা করা ছিল, আর এই তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না! একটা আধহাত লম্বা শক্ত কাঠের বাক্স একেবারে কর্পূরের মতন উড়ে গেল! একি মগের মুল্লুক!'

"বলে গরু খুলিয়ে, গরুর গাড়ির ছাউনি তুলিয়ে, বাঁশের বাঁধন আলগা করিয়ে গাড়োয়ানের দুহাতি ধুতি ঝাড়িয়ে আর রমাকান্তকে দস্তুরমতো সার্চ করিয়ে এমন এক কাণ্ড বাধালেন যে তার আর বর্ণনা দেওয়া যায় না। শেষে যখন গরু দুটোর ল্যাজের খাঁজে খুঁজতে গেছেন তখন গরু দুটো ধৈর্য হারিয়ে পদিপিসীর হাঁটুতে এইসা গুঁতিয়ে দিল যে পদিপিসী তখুনি বাবাগোমাগো বলে বসে পড়লেন। কিন্তু বসে পড়লে কি হবে, বলেইছি তো সিংহের মতন তেজ ছিল তাঁর, বসে-বসেই সারারাত বাড়িসুদ্ধ সবাইকে জাগিয়ে রাখলেন। কিন্তু সে-বাক্স আর পাওয়াই গেল না। এতক্ষণ যারা খুঁজছিল তারা কেউ বাক্সে কী আছে না-জেনেই খুঁজছিল। এবার পদিপিসী কেঁদে ফেলে সব ফাঁস করে দিলেন। বললেন, 'নিমাই খুড়ো আমাকে দেখে খুশি হয়ে ঐ বাক্স ভরে কত হীরে-মতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরস্পরকে সন্দেহ করতে লেগেছিল

www.BanglaBook.org

দিয়েছিল, আর সে তোরা কোথায় হারিয়ে ফেললি।' তাই না শুনে যারা খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে বসে পড়েছিল, তারা আবার উঠে খুঁজতে শুরু করে দিল। শুনেছি তিনদিন তিনরাত ধরে মামাবাড়িসুদ্ধু কেউ খায়ওনি ঘুমোয়ওনি। বাগান পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলেছিল। যাদের মধ্যে বিষম ভালোবাসা ছিল তারাও পরস্পরকে সন্দেহ করতে লেগেছিল।"

আমি আর সেই চিমড়ে ভদ্রলোক বললাম, "তারপর? তারপর?" পাঁচুমামা বলল, "তারপর আর কি হবে? একসপ্তাহ সব ওলটপালট হয়ে রইল, খাওয়া নেই, শোয়া নেই, কারু মুখে কথাটি নেই! সারা বাড়ি সবাই মিলে তোলপাড় করে ফেলল। কত যে রাশি-রাশি ধুলো, মাকড়সার জাল, ভাঙা শিশি বোতল, তামাকের কৌটো বেরুল তার ঠিক নেই। কত পুরোনো হলদে হয়ে যাওয়া চিঠি বেরুল; কত গোপন কথা জানাজানি হয়ে গেল; কত হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু পদিপিসীর বর্মি-বাক্স হাওয়ায় উড়ে গেল। এমন ভাবে হাওয়া হয়ে গেল যে শেষ অবধি অনেকে এ কথাও বলতে ছাড়ল না যে বাক্সটাক্স সব পদিপিসীর কল্পনাতে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। কেবল মাত্র রমাকান্ত বার-বার বলতে লাগল—নিমাই খুড়োর বাড়ি থেকে পদিপিসী যে খালি হাতে ফেরেননি একথা ঠিক। গরুর গাড়িতে আসবার সময়ে বাক্সটা চোখে না-দেখলেও পদিপিসীর আঁচল চাপা শক্ত চৌকো জিনিসের খোঁচা পেটে লাগছিল, এবং সেটা পানের বাটা নয় এও নিশ্চিত, কারণ পানের বাটার খোঁচা তার পিঠে লাগছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বাক্সের শোকে পদিপিসী আধখানা হয়ে গেলেন। অত হীরে-মতি লোকে সারাজীবনে কল্পনার চোখেও দেখে না আর সে কিনা অমন করে কোলছাড়া হয়ে গেল! শোকটা একটু সামলে নিয়ে পদিপিসী আবার রমাকান্তকে নিয়ে নিমাইখুড়োর খোঁজে গেছিলেন যদি কিছু পাওয়া যায়। গিয়ে দেখেন বত্রিশ বিঘার শালবনের মাঝখানে নিমাইখুড়োর আড্ডা ভেঙে গেছে, জনমানুষের সাড়া নেই, বুনো বেড়াল আর হুতুম প্যাঁচার আস্তানা।

"তারপর কতবছর কেটে গেল। বাক্সের কথা কেউ ভুলে গেল, কেউ আবছায়া মনে রাখল। একমাত্র পদিপিসীই মাঝে-মাঝে বাক্সের কথা তুলতেন। আরও বহু বছর বাদে পদিপিসী স্বর্গে গেলেন। যাবার আগে হঠাৎ ফিক করে হেসে বললেন, 'এই রে! বাক্সটা কী করেছিলাম এদ্দিন পরে মনে পড়েছে!' বলেই চোখ বুজলেন। তাই শুনে পদিপিসীর শ্রাদ্ধের পর আর এক চোট খোঁজাখুঁজি হয়েছিল কিন্তু কোনো ফল হয়নি!"

চিমড়ে ভদ্রলোক বললেন, "তারপর?"

পাঁচুমামা বলল, "সেই বাক্স আমি বের করব। কিন্তু আপনার তাতে কী মশাই?"

পাঁচুমামা এইখানে চিমড়ে ভদ্রলোকের দিকে একদৃষ্টে কটমট করে চেয়ে থাকার ফলে চিমড়ে ভদ্রলোক উঠে গিয়ে সুড়সুড় করে নিজের জায়গায় বসে নিবিষ্ট মনে দাঁত খুঁটতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বেশ রাত হয়ে যাওয়াতে তাঁর স্ত্রীপুত্র পরিবার সবাই ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়ে একেবারে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে দেখা গেল॥

আমি আশা করে বসেই আছি পাঁচুমামা লোমহর্ষণ আরো কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলবে, কিন্তু পাঁচুমামা দেখলাম চটিটি খুলে ঘুমোবার যোগাড় করছে। তাই দেখে আমার কেমন অসোয়াস্তি বোধ হতে লাগল আর চিমড়ে ভদ্রলোক থাকতে না-পেরে দাঁত খোঁটা বন্ধ করে জিগগেস করলেন, "একশো বছর ধরে যা এত খোঁজা সত্ত্বেও পাওয়া যায়নি, তাকে যে আবিষ্কার করবেন, কোনো পায়ের ছাপ বা আঙুলের ছাপ জাতীয় চিহ্ন-টিহ্ন কিছু পেয়েছেন ?"

পাঁচুমামা বলল, "ঠিক পাইনি,তবে পেতে কতক্ষণ ? পদিপিসীর শেষ কথায় তো মনে হয় যে চোখের সামনেই কোথাও আছে, চোখ ব্যবহার করলেই পাওয়া যাবে। লুকিয়ে রাখবার তো সময়ই পাননি। আর মনে পড়ে যখন হাসি পেয়েছিল তখন নিশ্চয় চোরেও নেয়নি। কিন্তু পাঁচশোবার বলছি মশাই আপনার তাতে কী ?" চিমড়ে ভদ্রলোক কোনো উত্তর না-দিয়ে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সবাই শুয়ে পড়ল আর আমি একা জেগে অন্ধকার রাত্রের মধ্যে ঝোপেঝাড়ে হাজার-হাজার জোনাকি পোকার ঝিকিমিকি আর থেকে-থেকে এঞ্জিনের ধোঁয়ার মধ্যে ছোটছোট আগুনের কুচি দেখতে লাগলাম। ক্রমে সে সব আবছা হয়ে এল, আমার চোখের সামনে খালি দেখতে লাগলাম বড় সাইজের একটা বর্মিবাক্স, লালচে রঙের উপর কালো দিয়ে আঁকা বিকট হিংস্র এক মাছ প্যাটার্নের ড্র্যাগন, তার চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, জিভ লকলক করছে। আরও দেখতে পেলাম যেন বাক্সর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

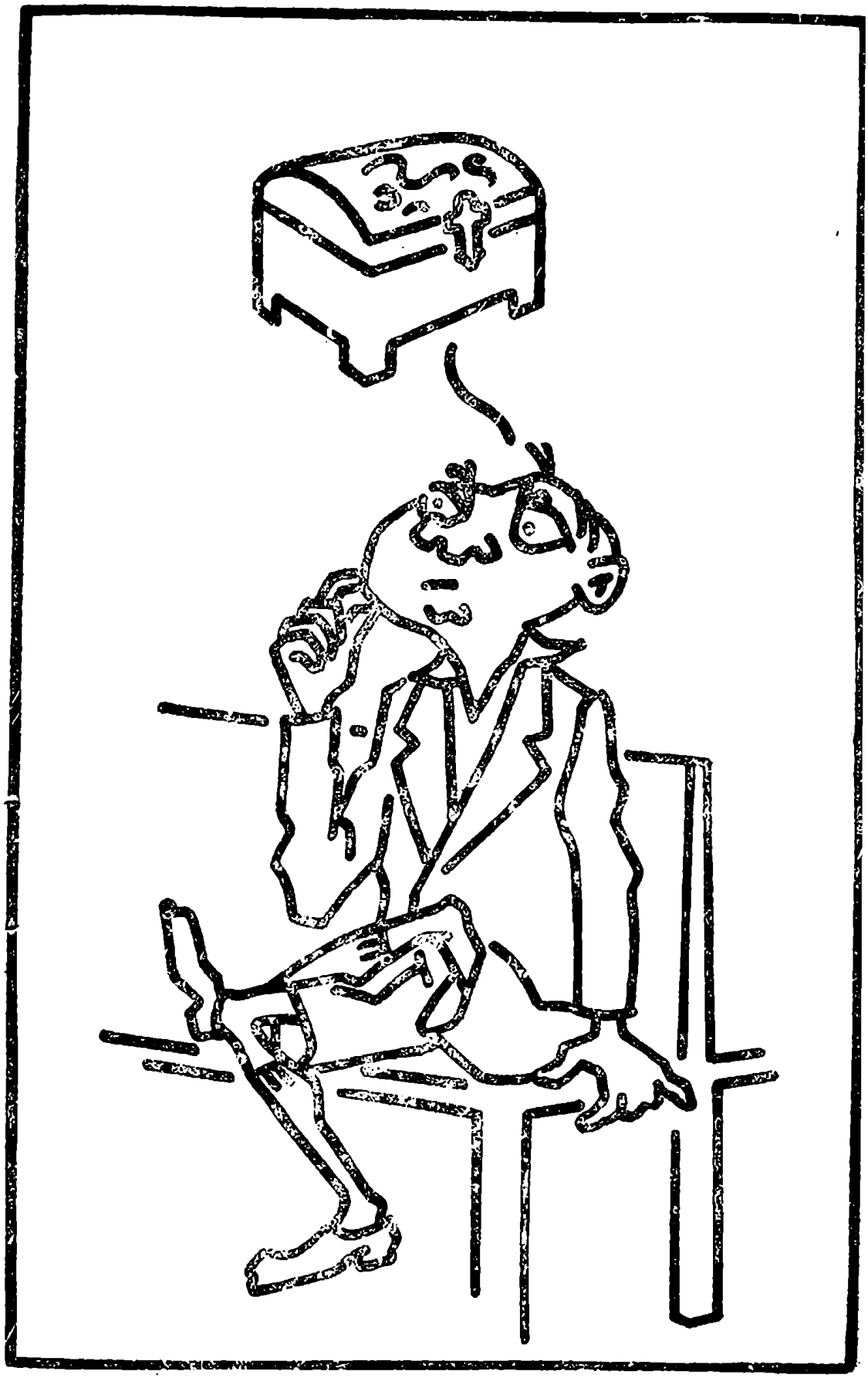

চোখের সামনে খালি দেখতে লাগলাম বড় সাইজের একটা বর্মিবাক্স

www.BanglaBook.org

ঢাকনিটা খোলা হয়েছে আর তার ভিতর পায়রার ডিমের মতন, মোরগের ডিমের মতন, হাঁসের ডিমের মতন, উঠ-পাখির ডিমের মতন সব হীরেমণি আমার চোখ ঝলসে দিচ্ছে। হঠাৎ ঘচ করে ট্রেন থেমে গেল।

মামাবাড়ির স্টেশনে পৌঁছলাম গভীর রাতে। স্টেশনের বেড়ার পেছনে কতকগুলো লম্বা-লম্বা শিশুগাছের পাতার মধ্যে একটা ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে জন-মানুষ নেই। ছোট্ট স্টেশনবাড়ির কাঠের দরজার কাছে স্টেশন-মাস্টার একটা কালো শেড লাগানো লণ্ঠন নিয়ে হাই তুলছেন। পান খেয়েছেন অজস্র, আর বহুদিন দাড়ি কামাননি। একটা গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই, গরুর গাড়ি দূরে থাকুক, একটা বেড়াল পর্যন্ত কোথাও নেই।

আমি পাঁচুমামার দিকে তাকালাম ; পাঁচুমামাও ফ্যাকাশে মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তখন আর সহ্য করতে না-পেরে বললাম, "তুমি যে প্রায়ই বল আমরা এখানকার জমিদার, এরা তোমাদের প্রভুভক্ত প্রজা, এই তার নমুনা? আমি তো ভেবেছিলাম আলো জ্বলবে, বাদ্যি বাজবে, মালা চন্দন নিয়ে সব সারিসারি দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর আমরা চতুর্দোলায় চেপে মামাবাড়ি যাব। গিয়ে গরম গরম—"

পাঁচুমামা এইখানে আমার খুব কাছে ঘেঁষে এসে কানে-কানে বলল, "চোপ ইডিয়েট! দেখছিস না চারদিক থেকে অন্ধকারের মতন বিপদ ঘনিয়ে আসছে? রক্তলোলুপ নিশাচররা যাদের পিছু নিয়েছে তাদের কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা শোভা পায়?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চমকে উঠে বক্তৃতা থামিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলাম একটা নিবু-নিবু দু-সেলওয়ালা টর্চ জেলে চিমড়ে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে রাশি-রাশি পোঁটলা-পাঁটলি ছেলেপুলে ও মোটা গিন্নিকে নামাচ্ছেন। তাঁরা নামতে না-নামতেই গাড়িটাও ঘড়ঘড় করে চলে গেল, আর অন্ধকার লম্বা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগল। তার মধ্যে শুনতে পেলাম পাঁচুমামা আমার ঘাড়ের কাছে ফোঁস-ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। এমন সময় অন্ধকার ভেদ করে কে চেঁচাতে লাগল, 'অ পাঁচুদাদা, অ মেজদিমণির খোকা! বলি এয়েচ না আসনি?" পাঁচুমামার যেন ধড়ে প্রাণ এল, খচমচ করে ছুটে গিয়ে বলল, "ঘনশ্যাম এলি! আঃ বাঁচালি!"

ঘনশ্যাম কিন্তু পাঁচুমামার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল, "ঘ্যান-ঘ্যান ভালো লাগে না পাঁচুদাদা। এদিকে বড় গরু তো আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়েছেন। কত টানাটানি করলাম, কত কাকুতি-মিনতি করলাম, কত ল্যাজ মোচড়ালাম। শেষ অবধি গাড়ির বাঁশ খুলে নিয়ে পেটের উপর চাড় দিয়ে পর্যন্ত ওঠাতে চেষ্টা করলাম। সে কিন্তু নড়েও না, ঐ রকম বসে ঘাস চাবায়।"

পাঁচুমামা বলল, "অ্যাঁ ঘনশ্যাম! তবে কী হবে?"

ঘনশ্যাম বলল, "হবে আবার কী? চল দেখবে চল।"

আমরা সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাঁকর বেছানো প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেটের মধ্যে দিয়ে ওদিকে ধুলোমাখা রাস্তায় এসে পড়লাম। সেইখানে দেখি রাস্তার ধারে একটা গরুর গাড়ি। তার একটা গরু পা গুটিয়ে মাটিতে বসে-বসে দিব্যি ঘুমুচ্ছে, অন্য গরুটা তার দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে জাবর কাটছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অ পাঁচুদাদা, অ মেজদিমণির খোকা ! বলি এয়েচ না আসনি ?'

www.BanglaBook.org

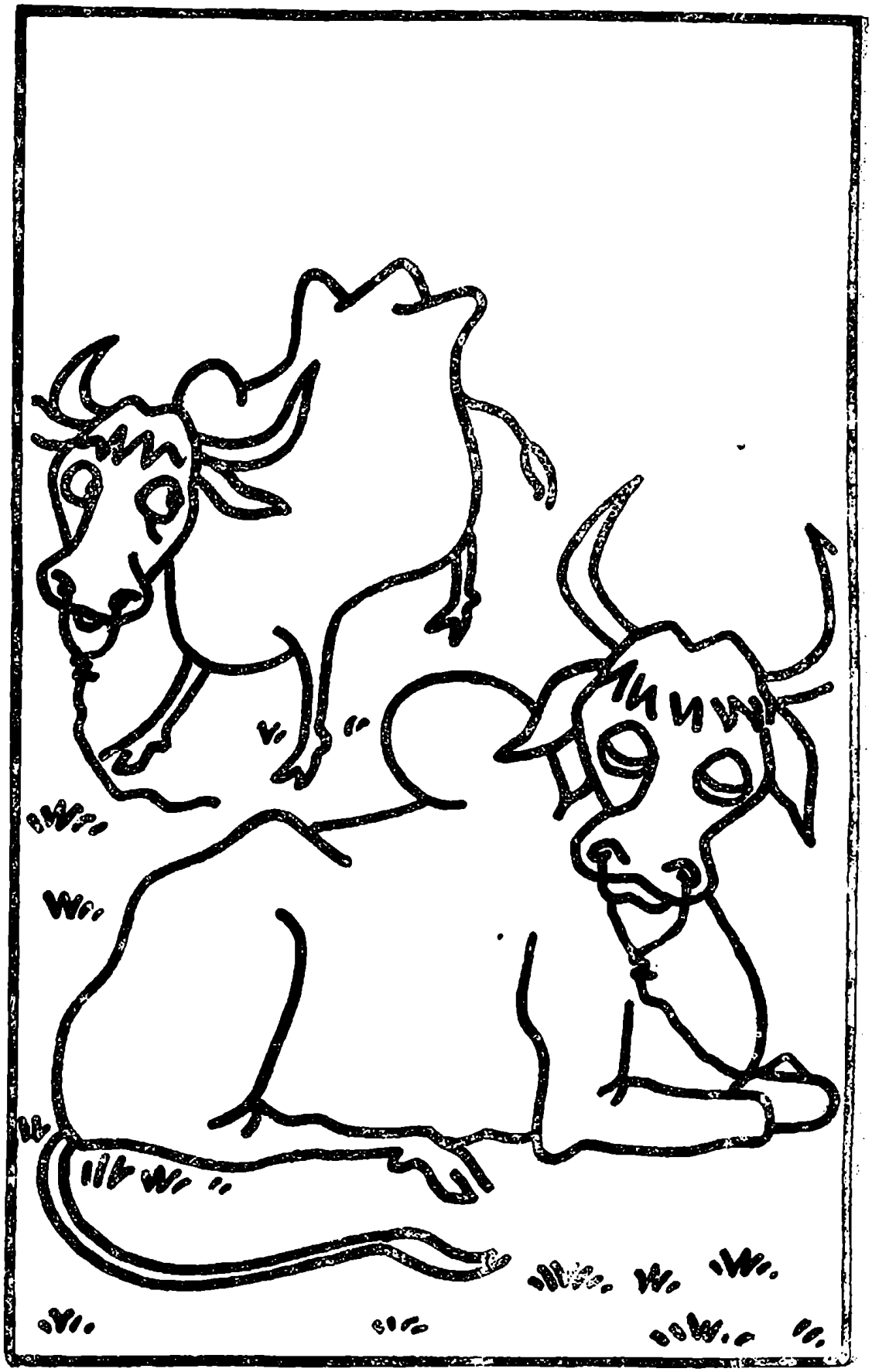

একটা গরু পা গুটিয়ে মাটিতে বসে-বসে দিব্যি ঘুমুচ্ছে

www.BanglaBook.org

সত্যি-সত্যি সে গরু কিছুতেই উঠল না। তখন ঘনশ্যাম পাঁচু-মামাকে আর আমাকে জিনিসপত্র সুদ্ধু গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে সেই গরুটার জায়গায় নিজেই গাড়ি টানতে শুরু করে দিল। গাড়ি অমনি চলতে লাগল।

স্টেশন ছাড়িয়ে ডানহাতে পুরোনো গোরস্থান। সেখানটাতে আবার মস্ত-মস্ত ঝুলো-ঝুলো পাতাওয়ালা উইলো গাছ জমাট অন্ধকার করে রয়েছে। সেখানে পৌঁছতেই পাঁচুমামা ফিসফিস করে আমাকে ইংরিজিতে বলল, "এখানে সব সিপাই বিদ্রোহের সময়কার কবর আছে।" অমনি ঘনশ্যাম গাড়ি থামিয়ে মাথা ঘুরিয়ে বলল, "ইংরিজিতে সব ভূতের গল্প বললে ভালো হবে না পাঁচুদাদা। এইখানেই গাড়ি নামিয়ে চম্পট দেব বলে রাখলাম।"

পাঁচুমামা ব্যস্ত হয়ে বলল, "আরে ভূতের গল্প নয় রে ঘনশ্যাম। কবরের কথা বলছিলাম।" ঘনশ্যাম আরও বিরক্ত হয়ে বলল, "ভূতের কথা নয় মানে? কবর আর ভূত কি আলাদা? ইংরিজি জানি না বলে কি তোমাদের চালাকিগুলোও ধরতে পারবো না নাকি! না পাঁচুদা, আমার পোষাবে না।" বলেই ঘনশ্যাম গাড়িটা দুম করে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

এমন সময় খটাখট-খটাখট শব্দ করে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি এসে উপস্থিত। আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম শাদা ফ্যাকাশে মুখ করে চিমড়ে ভদ্রলোক জ্বলজ্বলে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

পাঁচুমামা তখুনি হাতপা ছুঁড়ে মূর্ছা গেল।

ঘনশ্যাম বললে, 'ইয়ার্কি ভালো লাগে না পাঁচুদাদা।' বলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার গাড়ি টানতে শুরু করল ! পাঁচুমামাও রুমাল দিয়ে মুখ মুছে উঠে বসল। অনেক রাতে মামাবাড়ি পৌঁছলাম। মনে পড়ল পদিপিসীও এমনি দুপুর রাতে রমাকান্তকে নিয়ে নিমাইখুড়োর বাড়ি থেকে ফিরেছিলেন। সত্যি, বর্মিবাক্স গেল কোথায় ? পাঁচু-মামাকে জিগগেস করলাম, "হাত থেকে পড়ে-টড়ে যায়নি তো ?"

পাঁচুমামা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "স্‌স্‌ চুপ, এটা শত্রুর আস্তানা। বুক থেকে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিলেও পদিপিসীর বর্মি-বাক্সর নাম মুখে আনবি না !"

গাড়িবারান্দার নিচে গরুর গাড়ি নামিয়ে ঘনশ্যাম সিঁড়ির উপর বসে পড়ল। ঘরের মধ্যে থেকে প্যাঁচা, ফিঙে, নটবর, খেন্তি, পেঁচী ইত্যাদিরা সব বেরিয়ে এল মজা দেখবার জন্যে। কিন্তু গাড়ি থেকে লটবহর নামাতে কেউ সাহায্যও করল না। পাঁচুমামাও নেমেই কোথায় জানি চলে গেল। শেষ অবধি আমি মনে মনে ভারি রেগে জিনিসপত্র দুমদাম করে মাটিতে ফেলতে লাগলাম। সেই দুমদাম শুনে দিদিমা বেরিয়ে এসে আমাকে চুমু-টুমু খেয়ে একাকার। দিদিমা আমাকে সেজ-দাদামশায়ের কাছে নিয়ে গেলেন।

দেখলাম সেজ-দাদামশাই ইয়া শিঙ-বাগানো গোঁফ, হিংস্র চোখ, দিব্যি টেরিকাটা চুল নিয়ে ইজিচেয়ারে বাঘাপোশ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। বুকের ভিতর ধ্বক করে টের পেলাম শত্রু নম্বর ওয়ান ! সেজ-দাদামশাইকে প্রণাম করতেই একটু মুচকি হেসে আমাকে মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে বললেন, "হুঁ !"

ভীষণ রাগ হল। রেগে-মেগে দিদিমার সঙ্গে খাবার ঘরে গিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার দাদামশাই যে বড় পিঁড়িতে বসতেন তাতে আসন হয়ে বসে লুচি, বেগুন-ভাজা, ছোলার-ডাল, ফুলকপির-ডালনা, চিংড়িমাছের মালাইকারি, চালতার অম্বল, রসগোল্লার-পায়েস, এক নিশ্বেসে সমস্ত রাশি-রাশি পরিমাণে খেয়ে ফেললাম। খাওয়া শেষ হলে দেখলাম পাঁচুমামাও কোন সময় আমার পাশে বসে খুঁটে-খুঁটে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

দু-একবার তাকালাম। পাঁচুমামার ভাবখানা যেন আমায় চেনেই না। তখন আমার ভারি দুঃখ হল। পাঁচুমামাও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু হাত ধোবার সময় কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "দুজনে বেশি ভাব দেখালে মতলব ফেঁসে যাবে। ওল্ড লেডি নম্বর ওয়ান স্পাই।" আমি একটু আপত্তি করতে গেলাম, কারণ দিদিমাকে আমার ভালো লাগছিল।

পাঁচুমামা বলল, "চোপ, আমার খুড়ি আমি চিনি না!"

পুরোনো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, হাতে মোমবাতি নিয়ে দিদিমার সঙ্গে-সঙ্গে দোতলায় বিশাল এক শোবার ঘরে শুতে গেলাম। কত রকম কারুকার্য করা ভীষণ প্রকাণ্ড আর ভীষণ উঁচু এক খাটে শুলাম। সেটা এমনি উঁচু যে সত্যিকারের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাতে উঠলাম। খাটের উপর আবার দু-তিনটে বিশাল-বিশাল পাশ বালিশ। আর খাটের নিচে মস্ত-মস্ত কাঁসা-পিতলের কলসি-টলসি কি সব দেখতে পেলাম। দিদিমা একটা উঁচুচণ্ডে জলচৌকির উপর মোমবাতিটা নামিয়ে রেখে আমাকে বেশ ভালো করে ঢাকা দিয়ে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'একা শুয়ে থাকতে ভয় পাবে না তো ?'

www.BanglaBook.org

মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ টপ করে ঘুমিয়ে পড় তো মানিক। আমি খেয়ে এসে তোমার পাশে শোব। কাল তোমাকে পদিপিসীর বর্মিবাক্সর গল্প বলব। একা শুয়ে থাকতে ভয় পাবে না তো ?" পদিপিসীর নাম শুনে আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল। মুখে বললাম, "আলোটা রেখে যাও, তাহলে কিচ্ছু ভয় পাব না।" দিদিমা আদর করে চলে গেলেন ! পাঁচুমামা কেন বলল স্পাই নম্বর ওয়ান !

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, যখন ঘুম ভাঙল দেখি ভোর হয়ে গেছে। দিদিমা কখন উঠে গেছেন। আমিও খচমচ করে খাট থেকে নেমে আস্তে-আস্তে গিয়ে ঘরের সামনের বারাণ্ডায় দাঁড়ালাম। দেখি ফুলবাগান থেকে, আর তার পেছনে আমবাগান থেকে কুয়াশা উঠছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সেইজন্যেই হোক, কিংবা আমগাছতলায় যা দেখলাম সেইজন্যেই হোক, আমার সারা গা শিরশির করে উঠল। দেখলাম ছাইরঙের পেণ্টেলুন আর ছাই-রঙের গলাবন্ধ কোট পরে মুখে মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে চিমড়ে ভদ্রলোক চোখে বায়নাকুলার লাগিয়ে একদৃষ্টে বাড়ির দিকে চেয়ে রয়েছেন ! তাই না দেখে আমার টনসিল ফুলে কলাগাছ !

এমনি সময় সুট করে সে আমগাছের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল আর ভোরবেলাকার প্রথম সূর্যের আলো এসে বাগান ভরিয়ে দিল। ফিরে দেখি আমার পাশে লালনীল চক্রকাটা লুঙ্গি আর সবুজ কম্বলের ড্রেসিংগাউন পরে আম কাঠের দাঁতন চেবাতে-চেবাতে সেজ-দাদামশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সেজ-দাদামশাই বললেন, "জানিস, এই বারাণ্ডাটাতে আমার

www.BanglaBook.org

আমের কাঠির দাঁতন চেবাতে-চেবাতে সেজ-দাদামশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন

www.BanglaBook.org

ছোটকাকা কত কি করিয়েছিলেন ! বিলেত থেকে ছোটকাকা ভীষণ সাহেব হয়ে ফিরলেন। ঘাড়-ছাঁট চুল, কোটপ্যাণ্ট পরা, হাতে ছড়ি মুখে চুরুট, কথায়-কথায় খারাপ কথা। ক্রমেই বললেন, 'আমি মেম আনব, বিলেতে সব ঠিক করে রেখে এসেছি। এই দোতলার উপর শোবার ঘরের সঙ্গে লাগা এক বাথরুম বানাব, লম্বা বারাণ্ডাটা তো আছেই, তার এক কোণ দিয়ে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বানাব। শাদা পাগড়ি মাথায় দিয়ে ঐ সিঁড়ি বেয়ে জমাদার ওঠানামা করবে। নইলে মেম আসবে না বলছে।' তাই না শুনে আমার ঠাকুমা-পিসিমা আর জেঠিমারা হাত পা ছুঁড়ে বললেন, 'অমা ! সে কি কথা গো ! মেমদের যে লাল চুল, কটা চোখ, ফ্যাকশা রঙ আর মড়াখেকো ফিগার হয়। কি যে বলিস তার ঠিক নাই, মেমরা যে ইয়েটিয়ে পর্যন্ত খায় শুনেছি !' ছোটকাকা বিরক্ত মুখ করে বললেন, 'অবিশ্যি তোমরা যদি চাও যে আমি সন্নিসী হই, তা হলে আমার কিছুই আর বলবার নেই। বল তো নাগা সন্নিসীই হই, মেমেও দরকার নেই, নতুন স্যুটগুলোকেও দরকার নেই !' তাই শুনে ঠাকুমারা সবাই আরও চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিলেন। কিন্তু ভয়ে ঠাকুর্দার কানে কেউই কথাটা তুললে না। ছোটকাকাও সেই সুযোগে মিস্ত্রি লাগিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি তৈরি করিয়ে ফেললেন। ঐখানে রেলিং কেটে সিঁড়ি বসানো হয়েছিল। দোতলা থেকে ছাদে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি একটা ছিলই, বাঁদর তাড়াবার জন্যে, তারই ঠিক নিচে দিয়ে নতুন সিঁড়ি হল। এখন খালি বাথরুম বানানো আর জমাদারের পাগড়ি কেনা বাকি রইল। ঠাকুরদার কাছে কী ধরনের মিথ্যে কথা বলে টাকা বাগানো যায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোটকাকা ঘাড়-ছাঁট চুল, কোটপ্যান্ট পরা

www.BanglaBook.org

দিনরাত ছোটকাকা সেই চিন্তাই করতে লাগলেন। এদিকে পাড়ার চোররাও সুবিধে পেয়ে রোজ রাত্রে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে শুরু করে দিল। তাদের জ্বালায় ঘুমোয় কার সাধ্যি! শেষটা একদিন ঠাকুরদার ঘুম ভেঙে গেল, গদা হাতে করে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলেন, চোররাও সিঁড়ি দিয়ে ধপধপ নেমে বাগানের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। চাঁদের আলোয় ঠাকুরদা অবাক হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে-আস্তে আবার শুতে গেলেন। পরদিন সকালে উঠেই মিস্ত্রি ডাকিয়ে ঐ সিঁড়ি খুলিয়ে ফেললেন। রাগের চোটে ছাদে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি অবধি খুলিয়ে দিলেন। কাটা রেলিং ফের জোড়া দেওয়ালেন। আর ছোটকাকাকে ডেকে বললেন, 'পানুর ছোট-মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। টোপর পরে প্রস্তুত হও।' শেষটা ঐ পানুর ফর্সা মোটা গোলচোখো বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে ছোটকাকার বিয়ে হয়ে গেল। এবং বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তারা সারাজীবন পরম সুখে কাটাল। পাঁচুটা তো ওঁরই নাতি। এই রে, ঘনশ্যাম আবার আমার ঈশপগুল নিয়ে আসছে। বলিস যে আমি বেরিয়ে গেছি।" বলেই সেজ-দাদামশাই হাওয়া!

আমি তাকিয়ে দেখলাম ছাদ পর্যন্ত বাঁদর তাড়াবার সিঁড়ির খাঁজগুলো দেওয়ালের গায়ে কাটা-কাটা তখনো রয়েছে।

সব পুরোনো বাড়ির মতন মামাবাড়ির ঘরগুলো বিশাল-বিশাল, সিঁড়িগুলো মস্ত-মস্ত, বারাণ্ডাগুলোর এ মাথা থেকে ডাকলে ও মাথা থেকে শোনা যায় না। আর দুপুরে সমস্ত বাড়িখানা অদ্ভুত চুপচাপ হয়ে গেল। পাঁচুমামার টিকিটি সকাল থেকে দেখা যায়নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পানুর ফর্সা মোটা গোলচোখো বারো বছরের মেয়ে

www.BanglaBook.org

নেহাত আমার সঙ্গে এক ট্রেনে এসেছিল, নইলে ও যে জন্মেছে তারই কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাড়িসুদ্ধু কেউ ওর নাম করল না। দুপুরে পদিপিসীর বর্মিবাক্সর সন্ধান নিচ্ছি এমন সময় কানে এল খুব একটা হাসি-গল্পের আওয়াজ।

রান্নাঘরে আনন্দ কোলাহল! এমন কথা তো জন্মে শুনিনি। অবাক হয়ে এগিয়ে-বাগিয়ে চললাম। বারান্দার বাঁকে ঘুরেই দেখি চাকর-বাকররা বিষম ঘটা করে অতিথি-সৎকার করছে। কে একটা রোগা লোক ঠ্যাং ছড়িয়ে বামুনঠাকুরের উঁচু জলচৌকিতে বসে রয়েছে। চারদিকে পানবিড়ি আর কাঁচি সিগারেটের ছড়াছড়ি। বামুনদিদি পর্যন্ত ঘোমটার মধ্যে বিড়ি টানছে। ঘনশ্যামট্যাম সবাই উপস্থিত আছে, পান খেয়ে-খেয়ে সব চেহারা বদলে ফেলেছে।

আমার পায়ের শব্দ পেয়েই নিমেষের মধ্যে রান্নাঘর ভোঁভাঁ, কে যে কোথায় চম্পট দিল ঠাওরই করতে পারলাম না। চোখের পাতা না ফেলতেই দেখি কেউ কোথাও নেই, খালি বামুনদিদি ঘোমটার ভিতরে হাই তুলছে এবং বিড়িটার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত গোপন করে ফেলেছে! কিন্তু একটা জিনিস আমাদের চোখ এড়াতে পারেনি। ঠ্যাং ছড়ানো রোগা লোকটা হচ্ছে আমাদের পরিচিত সেই চিমড়ে ভদ্রলোক। ভাবতে-ভাবতে গা শিউরে উঠল। এতদূর সাহস যে ভোরবেলা দুরবিন দিয়ে পরখ করে, দিয়ে দুপুর না গড়াতে একেবারে ভেতরে এসে সেঁধিয়েছে! চুলগুলো আমার সজারুর কাঁটার মতন উঠেদাঁড়াল। বামুনদিদিকে জিগগেস করলাম, "কে লোকটা?" বামুনদিদি যেন আকাশ থেকে পড়ল।

"কোন লোকটা খোকাবাবু? তুমি-আমি ছাড়া আর তো লোক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখছি না কোথাও !" বলেই সে সরে বসল, অমনি তার কোলের মধ্যে কতকগুলো রুপোর টাকা ঝনঝন করে বেজে উঠল। বুঝলাম ঘুষ দিয়ে চাকর সম্প্রদায়কে হাত করেছে ! কি ভীষণ !!

এদিকে পাঁচুমামার সঙ্গে পরামর্শ করব কি ! সে যে সকাল থেকে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তার আর কোনো পাত্তাই নেই ! একবার কি একটা গুজব শুনেছিলাম নাকি ভুলে বেশি জোলাপ খেয়ে ফেলেছে ! তবুও তখুনি তার খোঁজে বেরুলাম। চার-পাঁচটা ভুল দরজা খুলে চার-পাঁচবার তাড়া খাবার পর দেখি পুবদিকের ছোট ঘরে তক্তপোশের ওপর শুয়ে-শুয়ে পাংশুপানা মুখ করে পাঁচুমামা পেটে হাত বুলুচ্ছে। আমাকে দেখেই বিষম বিরক্ত হয়ে নাকিসুরে বলল, "কেন আঁবার বিরক্ত করতে এঁসেছ। যাঁওনা এঁখান থেঁকে।" আমি বললাম, "চারদিকে যে রকম ষড়যন্ত্র চলেছে এখন আর তোমার আরাম করে শুয়ে-শুয়ে পেটে হাত বুলুনো শোভা পায় না। এদিকে শত্রু এসে ঘরে ঢুকেছে সে খবর রাখ কি ?" পাঁচুমামা কোথায় আমাকে হেল্প করবে, না তাই না-শুনে এমনি ক্যাঁও-ম্যাঁও শুরু করে দিল যে আমি সেখান থেকে যেতে বাধ্য হলাম !

সারাদিন ভেবে-ভেবেও একটা কূলকিনারা করতে পারিলাম না। রাত্রে দিদিমা পাশে শুয়ে মাথায় হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন, "বলেছিলাম তোকে পদিপিসীর বর্মিবাক্সের গল্প বলব, তবে শোন।"

দিদিমা সবুজ বালাপোশ ভালো করে জড়িয়ে গালের পান দাঁতের পেছনে ঠুসে গল্প বলবার জন্যে রেডি হলেন। আর আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। দিদিমা বলতে লাগলেন, "পদিপিসীর ইয়া ছাতি ছিল, ইয়া পাঞ্জা ছিল। রোজ সকালে উঠে আধসের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

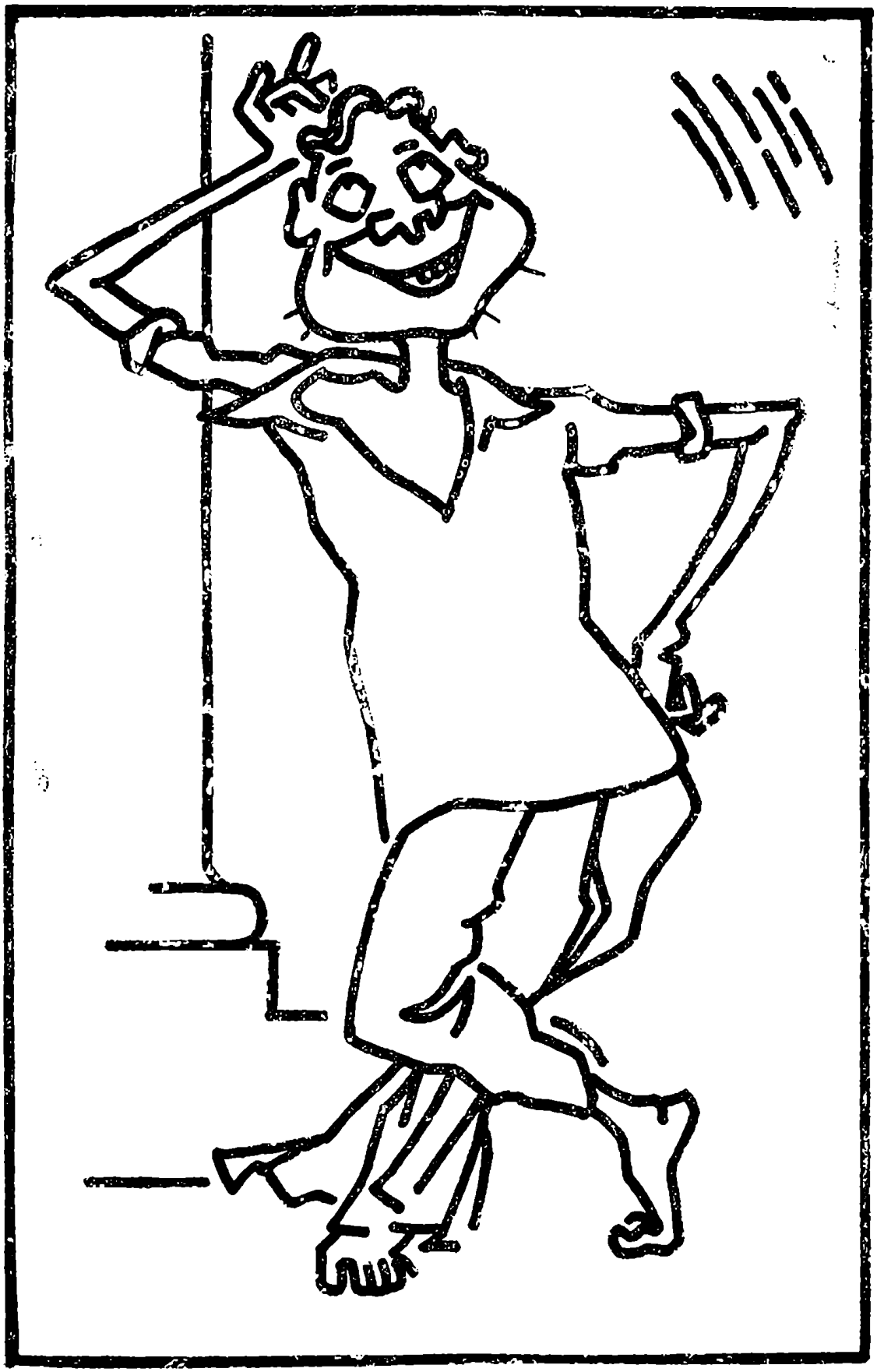

পদিপিসীর একটিমাত্র ছেলে ছিল, তার নাম ছিল গজা

www.BanglaBook.org

দুধের সঙ্গে এক পোয়া ছোলা ভিজে খেতেন। কি তেজ ছিল তাঁর। সত্যিমিথ্যে জানি না, শুনেছি একবার একটা শামলা গরু হাম্বা-হাম্বা ডেকে ওঁর দুপুরের ঘুমের ব্যাঘাত করেছিল বলে উনি একবার তার দিকে এমনি করে তাকালেন যে সে তিনদিন ধরে দুধের বদলে দই দিতে লাগল। পদিপিসী একবার শীতকালে গরুর গাড়ি চেপে কাউকে কিছু না-বলে রমাকান্ত নামে একটি মাত্র সঙ্গী নিয়ে কোথায় জানি চলে গেলেন। ফিরে এলেন দুপুর রাত্রে! এসেই মহা হৈ-চৈ লাগালেন কি একটা নাকি বর্মিবাক্স হারিয়েছে। সবাই মিলে নাকি দেড়বছর ধরে ঐ বাক্স খুঁজেছিল। কোথায় পাওয়া যাবে! কেউ চোখে দেখেনি সে বাক্স। শেষ পর্যন্ত সে পাওয়াই গেল না!" আমি নিশ্বেস বন্ধ করে বললাম, "তাতে কী ছিল?"

দিদিমা বললেন, "কে জানে! মশলা-টশলা হবে। ঐ পদি-পিসীর একটিমাত্র ছেলে ছিল, তার নাম গজা। কালো রোগা ডিগডিগে, এক মাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া তেল-চুকচুকে চুলে টেরি বাগানো। দিনরাত কেবল পান খাচ্ছে আর তামাক টানছে। পড়া-শুনো কি কোনোরকম কাজকর্মের নামটি নেই। সারাদিন গোলাপি গেঞ্জি আর আদ্দির ঝুলো পাঞ্জাবি পরে পাড়াময় টোটো কোম্পানি। শখের থিয়েটার, এখানে-ওখানে আড্‌ডা। অথচ কারু কিছু বলবার যো নেই, পদিপিসী তাহলে আর কাউকে আস্ত রাখবেন না।

"জানিস তো ভালো লোকের কখনো ভালো হয় না। যত সব জগতের বদমায়েস আছে সবাই সুখে জীবন কাটিয়ে যায়। গজারও তাই হল। যখন আরো বড় হল, গাঁজা গুলি খেতে শিখল, জুয়োর আড্‌ডায় গিয়ে জুটল। মাঝে-মাঝে একমাস-দুমাস দেখা নেই।

www.BanglaBook.org

হঠাৎ দেখা গেল গজার অবস্থা ফিরেছে

www.BanglaBook.org

আবার একগাল পান নিয়ে হাসতে-হাসতে ফিরে আসে। পদিপিসী যেখান থেকে যেমন করে পারেন টাকা যোগান। পাজি ছেলেকে পায় কে!

"হঠাৎ দেখা গেল গজার অবস্থা ফিরেছে। কথায়-কথায় বাড়ি-সুদ্ধু সবাইকে পাঁঠার মাংস খাওয়ায়, ঝুড়ি-ঝুড়ি সন্দেশ আনে। একবার সমস্ত চাকরদের গরম বেনিয়ান কিনে দিল। ঘোড়ারগাড়ি কিনল, হীরের আংটি কিনল। বাড়িসুদ্ধু সবাই থরহরি কম্পমান! কে জানে কোথা থেকে এত টাকা পায়! পদিপিসী অবধি চিন্তিত হলেন। অথচ চুরি-ডাকাতি করলে তো এতদিনে পেয়াদা এসে হানা দিত! টাকা ভালো, কিন্তু পায় কোথা?"

গজার উপাখ্যান শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টেরই পাইনি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রাতের অদ্ভুত চুপচাপের মধ্যে শুনতে পেলাম পাহাড়ে-পাশবালিশটার আড়ালে দিদিমা আস্তে-আস্তে নাক ডাকাচ্ছেন! আর কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। তারপর শুনলাম দূরে হুতুমপেঁচা ডাকছে, আর মাথার উপর পুরোনো কাঠের কড়িগুলো মটমট করে মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম এসবের জন্যে ঘুম ভেঙে যায়নি। আর জন্যে ঘুম ভেঙেছে সে নিশ্চয় আরো অনেক লোমহর্ষক। শুয়ে-শুয়ে যখন শুয়ে থাকা অসহ্য হল, পা শিরশির করতে লাগল, আর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, জল না খেয়ে আর এক মিনিটও থাকা অসম্ভব হল, আস্তে-আস্তে খাট থেকে নামলাম। আস্তে-আস্তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন সময় একটা শাদা কাগজ উড়ে এসে আমার পায়ে জড়িয়ে গেল

www.BanglaBook.org

দরজা খুলে বাইরে প্যাসেজে এসে দাঁড়ালাম। ঐ একটু দূরে সারি-সারি তিনটে কলসিভরা জল রয়েছে, কিন্তু মাঝখানের ঘুরঘুট্টে অন্ধকারটুকু পেরোতে ইচ্ছে করছে না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁ পায়ের গুলিটা চুলকোচ্ছি আর মন ঠিক করছি এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

কি আর বলব! হাতপা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। যেদিকে শব্দ সেদিকে সেজ-দাদামশাইয়ের ঘর। কল্পনা করতে লাগলাম দাঁত দিয়ে ছোরা কামড়ে ধরে হাত দিয়ে সিঁদ কাটতে-কাটতে কানে মাকড়িপরা, লাল নেংটি, গায়ে তেল-চুকচুকে সব চোর-ডাকাতেরা সেজ-দাদামশাইয়ের ঘরে ঢুকে ওঁর হাতবাক্স সরাচ্ছে, রূপোর গড়-গড়া নিচ্ছে, মখমলের চটি পায়ে দিচ্ছে!

এমন সময় ঠুস করে সেজ-দাদামশাইয়ের দরজা খুলে গেল আর বিড়ি ধরাতে-ধরাতে যে বেরিয়ে এল বিড়ির আগুনে স্পষ্ট তাকে দেখে চিনলাম সেই চিমড়ে ভদ্রলোক—বগলে জুতো নিয়ে পা টিপেটিপে এগুচ্ছে। আমার তো আর তখন নড়বার-চড়বার ক্ষমতা ছিল না তাই চুপ করে ভীষণ মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। লোকটা কিন্তু কি-একটা পেরেক না কিসে হোঁচট খেয়ে 'দুর শালা!' বলে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। একটু বাদেই নিচের-তলায় একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম।

এতক্ষণে আমার চলবার শক্তি ফিরে এল, ভাবলাম জল খেয়ে কাজ নেই। ঘরেই ফিরে যাওয়া যাক্। একবার বেরুল চিমড়ে ভদ্রলোক, এর পরে হয়তো বেরুবে কামড়া ডাকাত। ফিরতে যাব এমন সময় একটা শাদা কাগজ উড়ে এসে আমার পায়ে জড়িয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেজ-দাদামশাই আঁতিপাঁতি করে কি যেন খুঁজতে লাগলেন

www.BanglaBook.org

গেল। নিমেষের মধ্যে সেটা তুলে নিয়ে সবেমাত্র পকেটে পুরেছি এমন সময় আবার সেজ-দাদামশাইয়ের দরজা খুলে গেল এবং এবার স্বয়ং সেজ-দাদামশাই বেরিয়ে এসে টর্চ হাতে নিয়ে আঁতিপাঁতি করে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। আমি তো এদিকে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। ধরে ফেললে কী যে হবে ভাবা যায় না! এমন সময় সেই একই পেরেকে না কিসে হোঁচট খেয়ে সেজ-দাদামশাইও হাত-পা ছুঁড়ে কত কি যে বললেন তার ঠিক নেই। ভালোই হল, আমাকে দেখবার আগেই খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ঘরে ফিরে গিয়ে বোধহয় কিছু লাগালেন-টাগালেন।

আমি কি যে ভাবব ঠাওর করতে না-পেরে খানিকটা জল খেয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পকেটে কাগজটা করকর করতে লাগল, কিন্তু দিদিমা আলো নিবিয়ে দিয়েছেন, পড়বার উপায় নেই। রঙ-চঙে চৌকির উপর রোজকার মতন আজও দেশলাই মোমবাতি রাখা ছিল, কিন্তু সব জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে আর জ্বাললাম না। সকালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অপেক্ষা করতে-করতে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম পদিপিসী এসে পেছনের বারান্দার দরজা থেকে আমাকে ডাকছেন। ইয়া ষণ্ডা চেহারা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, থান পরা, ছোট করে চুল ছাঁটা, কপালে চন্দন লাগানো—অবিকল পাঁচুমামা যেমন বলেছিল। এক হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে ডাকছেন, আর অন্য হাতটা পেছনে রেখেছেন। আমি কাছে যেতেই বললেন, "বাক্স পেয়েছিস?" আমি বললাম, "কই না তো! নিমেষের মধ্যে বাক্স কোথায় ফেলেছিলে যে একদুপুর ধরে খুঁজে-খুঁজেও পাওয়া

www.BanglaBook.org

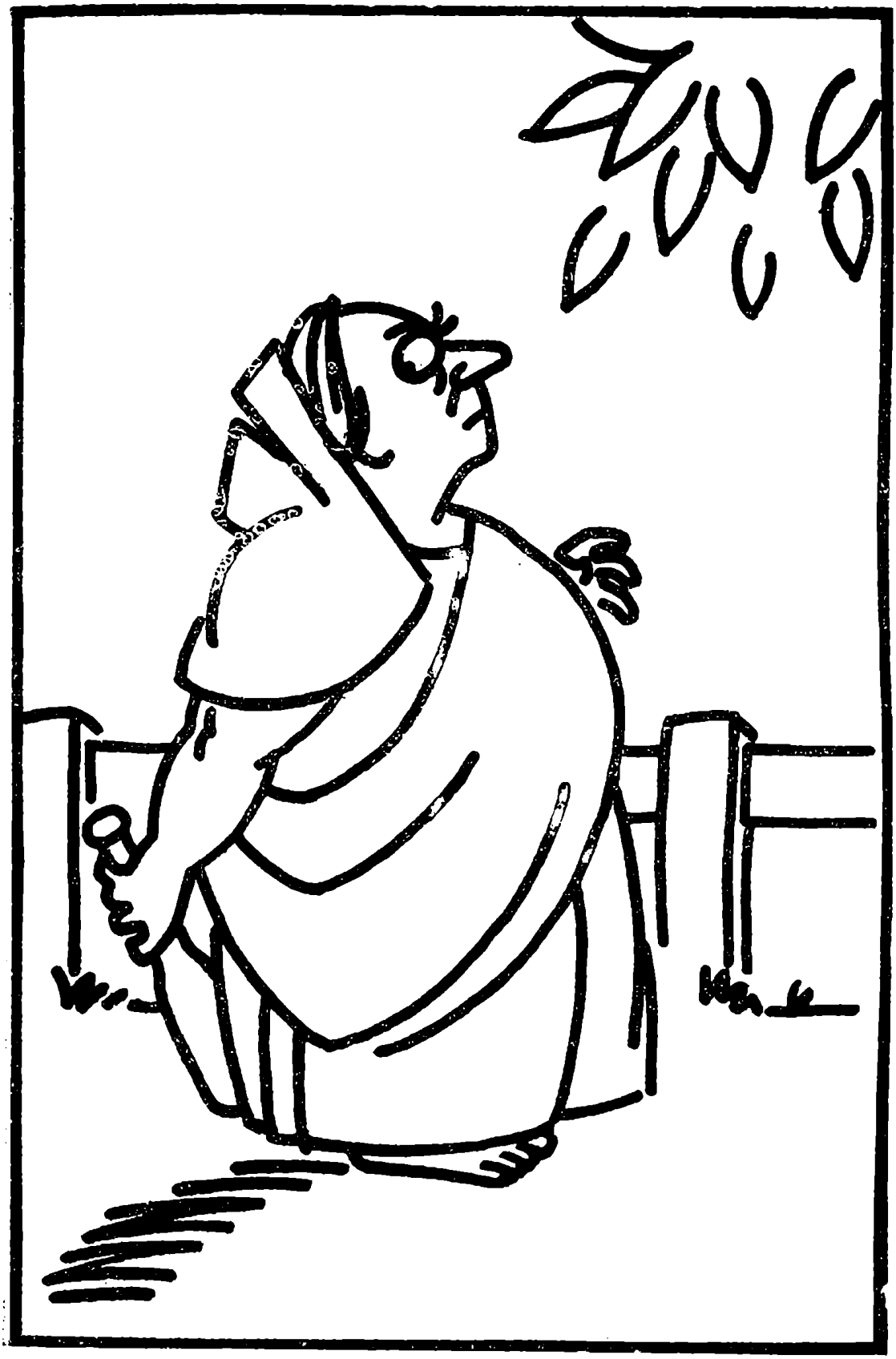

যে হাতটা পেছনে রেখেছিলেন তাতে ইয়া মস্ত এক গদা

www.BanglaBook.org

যায়নি, আমার আশা আছে যে আমি দুদিনেই খুঁজে দেব! কোথায় রেখেছিলে ?"

পদিপিসী বললেন, "ভালো করে খুঁজে দেখ। পেলে তুই-ই নিস। পাঁচুটা একটা ইডিয়ট, জোলাপের পর্যন্ত ডোজ ঠিক করতে পারেনা, তুই-ই নিস। বাক্সের মধ্যে লাল চুনীর কানের দুল আছে, তোর মাকে দিস। আর দেখ, ঐ ব্যাটা চিমড়েটাকে আর ঐ বুড়োটাকে একেবারে কাইণ্ড অফ বোকা বানিয়ে দিস। বিশ্বনাথের কৃপায় গজার আমার কোনো অভাব নেই, জুড়িগাড়ি কিনেছে, বাড়ি কিনেছে, গাঁজার ব্যবসা করেছে! আহা বাবা বিশ্বনাথ না দেখলে পাপিষ্ঠদের কী গতি হবে ?" বলে আমাকে চুমু খেয়ে পদিপিসী ছোটকাকার তৈরি সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাগানের দিকে চললেন, এবং পেছন ফিরতেই দেখলাম যে হাতটা পেছনে রেখেছিলেন তাতে ইয়া মস্ত এক গদা !!

গদা দেখে এমন চমকে গেলাম যে ঘুমই ভেঙে গেল। দেখলাম সকালবেলার রোদ পেছনদিকের বারান্দা দিয়ে ঘরে এসে বিছানা ভরে দিয়েছে। কাটা সিঁড়ির দাগটা চকচক করছে। হঠাৎ কেন জানি মনে হল সিঁড়িটা একটা ভারী ইম্‌পরট্যাণ্ট জিনিস।

এই তো সুবর্ণ সুযোগ সেই গোপন চিঠি পড়বার। পকেট থেকে বের করে দেখলাম লাল কালিতে লেখা—শ্রীযুতবাবু বিপিন বিহারী চৌধুরীর কাছ হইতে ২৩ পাইলাম। স্বাঃ নিধিরাম শর্মা। পুঃ সব অনুসন্ধানাদি গোপন থাকিবেক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবাক হয়ে ভাবছি সেজ-দাদামশাই কী উদ্দেশ্যে চিমড়েকে টাকা দিলেন, কী অনুসন্ধান ? এ বিষম সন্দেহজনক ! এমন সময় দরজা খুলে পাঁচুমামা ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকেই দুম করে দরজা বন্ধ করে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বোয়ালমাছের মতন হাঁপাতে লাগল। মুখটা দেখলাম আগের চাইতেও শাদা, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে, চুল উস্কোখুস্কো।

চিঠিটা পকেটে গুঁজে লাফিয়ে খাট থেকে নেমে বললাম, "কী হয়েছে পাঁচুমামা ? আবার জোলাপ খেয়েছ ?"

পাঁচুমামা শুকনো ঠোঁট আরও শুকনো জিভ দিয়ে চাটতে চেষ্টা করে বলল, "খেন্তিপিসী এসেছে।"

আমি বললাম, "খেন্তিপিসীটা আবার কে ?"

পাঁচুমামা আমসি হেন মুখটি করে বলল, "পদিপিসী দি সেকেণ্ড !"

চিঠিটা পাঁচুমামার নাকের সামনে নেড়ে বললাম, "ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট কোরো না পাঁচুমামা ! স্বয়ং সেজ-দাদামশাই এতে ভীষণভাবে জড়িত আছেন, এই দেখ তার প্রমাণ !" পাঁচুমামা চোখ গোল-গোল করে চিঠিটা সবে পড়তে যাবে এমন সময় প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দরজা গেল খুলে, আর সত্যি বলছি, অবিকল আমার সেই স্বপ্নে দেখা পদিপিসীর মতন কে একজন তোলোহাঁড়ির মতন মুখ করে ভিতরে এলেন। বুঝলাম, ঐ খেন্তিপিসী। পাঁচুমামা দরজার ঠেলা খেয়ে ছিটকে আমার খাটের উপর পড়েছিল, সেখান থেকে সরুগলায় চেঁচিয়ে বলল, "কী করতে পার আমার তুমি ? এমন কোনো স্ত্রীলোক জন্মায়নি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

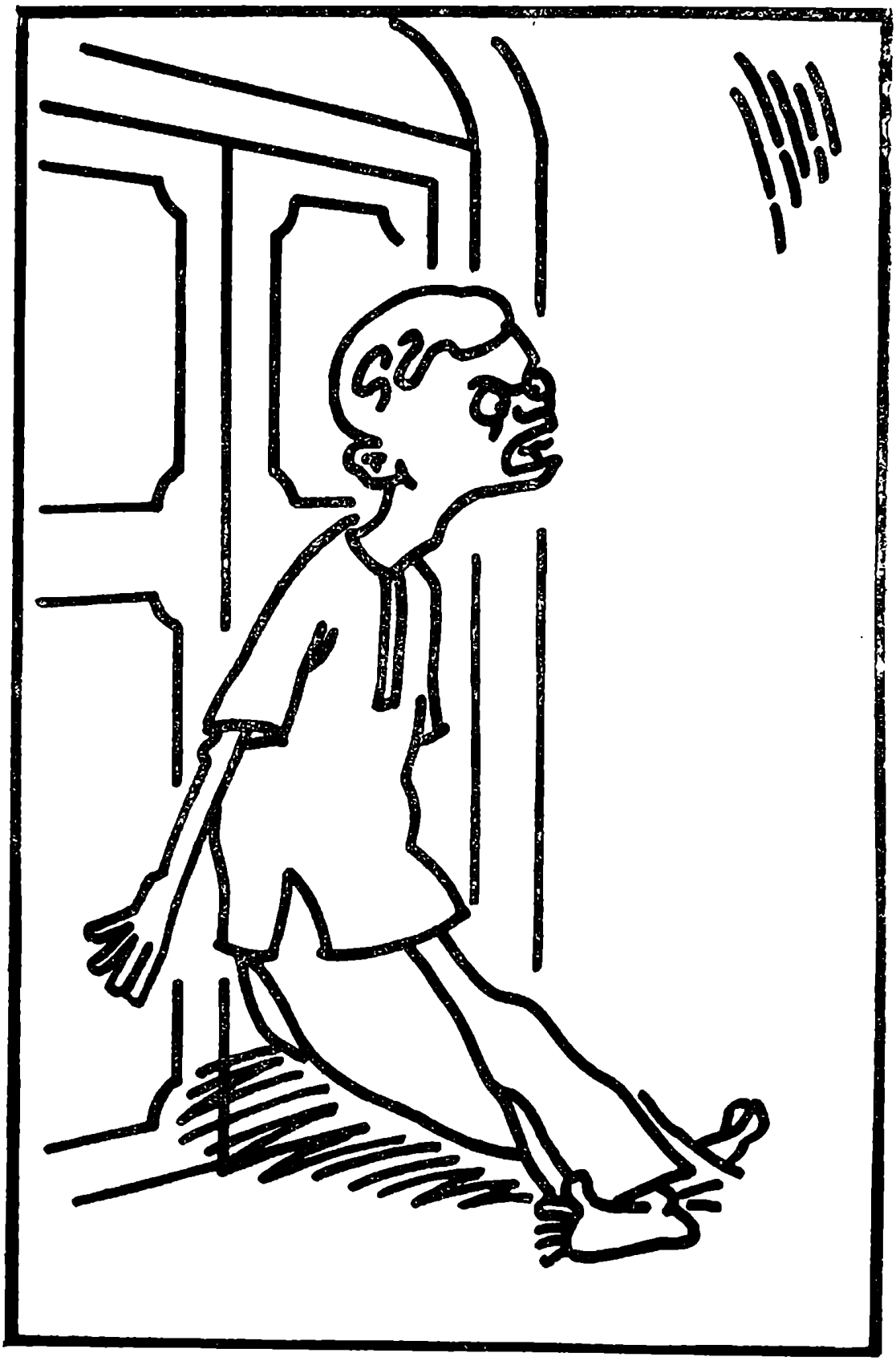

পাঁচুমামা···ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বোয়ালমাছের মতন হাঁপাতে লাগল

www.BanglaBook.org

যাকে আমি ভয় পাই! জানো আমার বুকের মধ্যে সিংহ—" এইটুকু বলতেই খেন্তিপিসী কোমরে কাপড় জড়িয়ে খাটের দিকে একপা এগুলেন আর পাঁচুমামাও অন্যদিক দিয়ে টুপ করে নেমে খাটের তলায় অগুনতি হাঁড়ি-কলসীর মধ্যে সেঁদিয়ে গেল।

খেন্তিপিসী তখন আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদমস্তক আমাকে কাঠফাটা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন, আর আমার হাত এমনি কাঁপতে লাগল যে চিঠিটা খড়মড় খড়মড় করে উঠল। তাই শুনে খেন্তিপিসী এমনি চমকালেন যেন বন্দুকের গুলি শুনেছেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সে কথা বলবার আগেই সেজ-দাদামশাই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। খেন্তিপিসীকে দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আ খেন্তি, তুই আবার এখানে কেন?"

খেন্তিপিসী চায়না ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের চোখ দুটো আমার ওপর থেকে সরিয়ে বরফের মতন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "কেন, তোমার কি তাতে কোনো অসুবিধে আছে? পুজোর সময় একটা কাঁচকলাও দিলে না, আমার ভজাকে যে কাপড় দিলে সেও অতি খেলো সস্তা রাবিশ। বাপের বাড়ি থেকে কলাটামুলোটা দূরে থাকুক কচুটারও মুখ দেখি না। তাই বলে বৌদির ঘরের কোণায়ও একটু জায়গা হবে না?"

পাঁচুমামা এখানে দুটো হাঁড়ির মাঝখান দিয়ে মুণ্ডু বের করে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলল, "জায়গা হবে কি না হবে তাতে তো তোমার ভারি বয়ে গেল! এই ভরসন্ধেবেলা আমার ঘরেই বা তোমার কত জায়গা—" বলেই কচ্ছপের মুণ্ডুর মতন সুট করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেজ-দাদামশাই এবার গলা পরিষ্কার করে পাঁচুমামাকে তাড়া দিয়ে বললেন, "এই পাঁচু হতভাগা, বেরিয়ে আয় বলছি। আমার একটা ইম্পরট্যাণ্ট কাগজ হারিয়েছে, খুঁজে দে বলছি, নইলে ভালো হবে না!"

সঙ্গে সঙ্গে খেন্তিপিসীও বললেন, "বেরো এক্খুনি। তুই-ই নিশ্চয় আমার সুটকেশ থেকে বাড়ির নক্শাটা সরিয়েছিস। বেরো বলছি। তোকে আমি সার্চ করবই করব। না বেরোলে ঐ খাটের তলায় সেঁদিয়েই সার্চ করব। আমি জানি না তোদের সব চালাকি! পদিপিসীর বাক্সর জন্যে তোরাও ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছিস! অথচ বাক্সতে আর কারও অধিকার নেই। ওটা স্ত্রীধন, ওটা আমি পাব!" সেজ-দাদামশাই রেগে বললেন, "তুই পাবি মানে! তোর ভজার পেটে যাবে বল!! আমি আইনপাশ করেছি, তা জানিস? কেউ যদি পায় তো আমি পাব। জানিস আমি দুশো টাকা খরচ করে ডিটেকটিভ লাগিয়েছি। ও বাক্স আমি বের করবই!"

এইবার দরজার কাছ থেকে একটা নরম কাশির শব্দ শোনা গেল। দেখলাম চিমড়ে ভদ্রলোক সেখানে কালো আলস্টার পরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছেন। বিড়িটা এবার বের করে বললেন, "মনে থাকে যেন তিনভাগের একভাগ আমার! যদি বাক্স পান আমার অদ্ভুত বুদ্ধির সাহায্যেই পাবেন।"

খেন্তিপিসী হঠাৎ আবিষ্কার করলেন খাটের তলা থেকে পাঁচু মামার ঠ্যাং দুটো অসাবধানতাবশত একটুখানি বেরিয়ে রয়েছে। আর যায় কোথা, নিমেষের মধ্যে হিড়হিড় করে টেনে পাঁচুমামাকে বের করে এনে দুই থাপ্পড় লাগালেন, তারপর বুকপকেট থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেন্তিপিসী হঠাৎ আবিষ্কার করলেন পাঁচুমামার ঠ্যাং দুটো বেরিয়ে রয়েছে

www.BanglaBook.org

একটা মোটামতন কাগজ টেনে বের করে বললেন, "তবে না নকশা নিসনি !"

তারপর কাগজটা খুলে বললেন, "ইশ, দেখেছ সেজদা, ব্যাটা-ছেলে সংস্কৃতে উনিশ পেয়েছে !"

সেজ-দাদামশাইও অমনি বললেন, "কই দেখি-দেখি !"

চিমড়ে ভদ্রলোকও এগিয়ে বললেন, "মানুষ হওয়াই একরকম অসম্ভব !"

পাঁচুমামা তখন একদৌড়ে আবার খাটের তলায় ঢুকল এবং এবার পা গুটিয়ে সাবধানে বসে বলল, "আমার কলেজের পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে তোমাদের কী দরকার শুনি ? বিশেষত খেন্তিপিসীর মতন একজন আকাট মুখ্যু স্ত্রীলোকের ! নকশা হারিয়েছে ! দরকারি কাগজ হারিয়েছে ! তাই আমার ওপর হামলা ! আর ঐ ইজের-পরা ছোকরার হাতে যে কাগজটা আছে সেটা কী ?"

পাঁচুমামার কাছে আমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা আশা করিনি ! কিন্তু তখন দেখলাম আপত্তি-টাপত্তি করবার সময় নেই। দেখলাম খেন্তিপিসী, সেজ-দাদামশাই আর চিমড়ে ভদ্রলোক নিজেদের ঝগড়া ভুলে, পাঁচুমামার সংস্কৃতের নম্বর ভুলে, গোল হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন ! শুনতে পেলাম ফোঁস-ফোঁস করে ওঁদের ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে ! বুঝলাম বিপদ সন্নিকট !

হঠাৎ "ও দিদিমা" বলে চেঁচিয়ে ধাঁ করে আমার পেছনের দরজা দিয়ে বারান্দায় উপস্থিত হলাম। বুঝলাম দেয়ালে সিঁড়ির খাঁজকাটার কাজ শেষ হয়নি ! নিশ্চয়ের মধ্যে খাঁজের মধ্যে মধ্যে পায়ের বুড়ো আঙুল গুঁজে গুঁজে একেবারে ছাদে উপস্থিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধাঁ করে আমার পেছনের দরজা দিয়ে বারান্দায় উপস্থিত হলাম

www.BanglaBook.org

হলাম। এবার আমি নিরাপদ, যদিও আমি এখন অবধি চা পাইনি তবু নিরাপদ! আমি ছাদে শুয়ে খুব খানিকটা হাপরের মতন হাঁপিয়ে নিলাম। আমি জানি ওদের কারু সাধ্য নেই ওপরে ওঠে!

আস্তে-আস্তে রোদ এসে ছাদটাকে ভরে দিল। আমার পায়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে লাগল। দেখলাম ছাদে রাশি-রাশি শুকনো পাতা জমেছে কত বছর ধরে কে বা জানে। শুনলাম কত-কত পায়রা বুক ফুলিয়ে বকবকম করছে। দেখলাম বাড়ির সামনের দিকে গম্বুজের মতন করা, তাতে খোপ-খোপ আছে, পায়রারা তার মধ্যে থেকে যাওয়া-আসা করছে। চারদিকে একটা পায়রা-পায়রা গন্ধ! খিদে যে পায়নি তা নয়। তবু যেই মনে হল নিচে সব ওৎ পেতে বসে আছে, নেমেছি কি খপাং করে ধরবে, অমনি আর আমার নামবার ইচ্ছে রইল না। দরকার হলে ছাদে শুধু দিনটা কেন, রাতটাও কাটাব স্থির করলাম।

কিছু করবার নেই, কিছু দেখবার নেই। চারদিকে পাঁচিল, ওপরে আকাশ আর কশো পায়রা কে জানে! শুনতে পাচ্ছিলাম ওরা নানান সুরে কখনো রেগে চেঁচিয়ে, কখনো নরম সুরে ফুসলিয়ে আমাকে ডাকছে।

আমি সে ডাকের কাছ থেকে যতদূর পারি সরে গিয়ে একেবারে খোপওয়ালা গম্বুজের পাশে এসে দাঁড়ালাম। যেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পায়রাদের রাজ্যে এসেছি। খোপের ভেতর থেকে দেখলাম কচিকচি লালমুখোরা আমাকে অবাক হয়ে দেখছে, আর তাদের মায়েরা চ্যাঁ-চ্যাঁ লাগিয়ে দিয়েছে। সারি-সারি খোপে শত-শত পায়রার বাসা। চারদিকে পায়রার পালক, পায়ের নিচে পায়রার পালকের নরম গালচে তৈরি হয়েছে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সব খোপে পায়রার বাসা, কেবল এক কোণে দুটো খোপ ছাড়া!

তখন আমার গায়ের লোমগুলি খড়খড় করে একটার পর একটা উঠে দাঁড়াল আর পা দুটো তুলতুলে মাখনের মতন হয়ে গেল, কানের মধ্যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম শোঁ-শোঁ করে সমুদ্রের শব্দ। যে আমি কোনোদিনও অঙ্কে চল্লিশের বেশি পেলাম না, সেই আমি কি তবে আজকে একশো বছর ধরে কেউ যা পায়নি সেই খুঁজে পাব?

খট করে হাঁটু দুটো ফের শক্ত হয়ে গেল আর আমি তরতর করে গম্বুজের খাঁজে-খাঁজে পা দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি গম্বুজের চারদিকটা গোলপানা বটে কিন্তু মাঝখানটা ফোঁপরা, কেমন একটু ভিজে-ভিজে গন্ধ, আর ভিতরের দেয়াল কেটে লেখা খোঁচা-খোঁচা হরফে—

"ইতি শ্রীগজার একমাত্র আশ্রয়।"

ধপাস করে লাফিয়ে পড়লাম ওর ভেতরে। দেখলাম গম্বুজের গায়ে কুলুঙ্গির মতন ছোট তাক করা আছে, বোধহয় তারই বাইরের দিকটাতে যে খোপ আছে তাতেই জায়গার অভাবে পায়রা বাসা করেনি। তাই দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়াল কেটে লেখা খোঁচা খোঁচা হরফে…

www.BanglaBook.org

মাটিতে বসে দুহাত দিয়ে কুলুঙ্গির মধ্যে থেকে মাঝারি সাইজের একটা বাক্স নামালাম। কি আর বলব। তার রঙ একটুও চটেনি, একেবারে চকচক করছে, আর ঢাকনার উপর আঁকা ড্রাগনের সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করছে!

কোলের উপর সেই বাক্স রেখে তার ঢাকনা খুলে ফেললাম। উপরে খানিকটা ছেঁড়ামতন হলদে হাতে-তৈরি কাগজ, মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা করে সুতো চালিয়ে কাগজগুলো একসঙ্গে আটকানো, যাকে বলে পুঁথি। তার একপৃষ্ঠায় সংস্কৃত মন্ত্র লেখা, অন্যপৃষ্ঠায় খোঁচা-খোঁচা হরফে গজা কি সব লিখেছে।

সেই পুঁথিও নামালাম। নামিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। বাক্সের মধ্যে আট দশটা শাদা লালনীল সবুজ পাথর বসানো আংটি, হার, বালা আর একজোড়া জ্বলজ্বলে লাল চুনী বসানো কানের দুল। বুঝলাম স্বপ্নে পদিপিসী এইটাই আমার মাকে দিতে বলে-ছিলেন। তাই সেটা তখুনি পকেটে পুরলাম।

তারপর পুঁথিটা খুলে, কি আর বলব, দেখলাম যে শ্রীগজার লেখা পড়া আমার সাধ্যি নয়। বুঝলাম পুঁথিটা সেজ-দাদামশাইয়ের হাতে দেওয়া দরকার, বাক্সটা দিদিমাকে দেব, যেমন খুশি ভাগ করে দেবেন। তখন আমি ওদের ক্ষমা করলাম। আমাকে গোল হয়ে মিছিমিছি আক্রমণ করার জন্য ওদের ওপর একটুও রাগ রইল না।

বাক্সটা নিয়ে সে যে কত কষ্ট করে দেয়াল বেয়ে গম্বুজের মাথায় উঠলাম, আবার দেয়াল বেয়ে বাইরের দেয়াল দিয়ে নামলাম সে আর কি বলব! তারপর বাঁদর-জড়ানো সিঁড়ির খাঁজ বেয়ে নামাটাও প্রায় অমানুষিক কাজ। নেমে দেখি ওরা সবাই চক্রাকারে

www.BanglaBook.org

"শোনো-শোনো, পদিপিসীর ছেলে শ্রীগজা কি লিখেছে শোনো"...

www.BanglaBook.org

তখনো আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, কিন্তু আমার হাতে ধরা একশো বছর আগে হারানো পদিপিসীর বর্মিবাক্স দেখে সবাই নড়বার-চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, কেবল ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি কাউকে কিছু না-বলে দিদিমার হাতে বাক্স দিলাম, আর ঢাকনির তলাটা থেকে হলদে পুঁথি বের করে সেজ-দাদামশাইয়ের হাতে দিলাম। সেজ-দাদামশাই অন্যমনস্কভাবে সেটা হাতে নিয়ে ওলটাতে লাগলেন। আর চিমড়ে ভদ্রলোকও অভ্যাস মতন নিঃশব্দে এগিয়ে ওঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সেজ-দাদামশাই খুব লম্বা আর চিমড়ে ভদ্রলোক খুব বেঁটে হওয়াতে বিশেষ সুবিধে হল না।

হঠাৎ সেজ-দাদামশাই বিষম চমকে উঠে বললেন, "আরে, এ যে বাবার পদিপিসীর ছোটবোন মণিপিসীর বিয়ের আসন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই পুঁথি। এ কোথায় পেলি! আরে, এ হারানোর ফলেই তো পুরুতঠাকুর ভুলভাল মন্ত্র পড়িয়েছিলেন, আর তার ফলেই বাবার মণিপিসী আর পিসেমশাই সারাটা জীবন ঝগড়া করে কাটিয়েছিলেন।"

তারপর পাতা ওলটাতেই গজার হাতের লেখা চোখে পড়াতে আরও বিষম চমকে গিয়ে বললেন, "শোনো-শোনো, পদিপিসীর ছেলে শ্রীগজা কী লিখেছে শোনো। আরে, এটা যে একটা ডায়েরির মতন শোনাচ্ছে, না আছে তারিখ, না আছে বানানের কোনো নিয়মকানুন। ব্যাটা সাক্ষাৎ মণিসর বিয়ের জায়গা থেকে বিয়ের মন্ত্রের পুঁথি চুরি করে তাতে কী লিখেছে দেখ!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বাক্স বগলে লইয়া উহাদের সঙ্গে-সঙ্গে খোঁজা ছাড়া উপায় নাই…"

www.BanglaBook.org

"সোমবার ॥ সর্বনাশ হইয়াছে। মাতাঠাকুরানীর গরুর গাড়ি উঠানে প্রবেশ করিতেই আগে নামিয়া আমার হাতে বর্মিবাক্স গুঁজিয়া দিয়া মাতাঠাকুরানী অনন্ত তুলিয়া গিয়াছেন ও অভ্যাসমতন বাড়িসুদ্ধ সকলকে তাড়নপীড়ন করিতেছেন।

"মঙ্গলবার ॥ আর পারা যায় না। বাক্স আমি কিছুতেই কাহাকে দেব না, স্থির করিয়াছি; অথবা ইহারা যেরূপ খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়াছে, বাক্স বগলে লইয়া উহাদের সঙ্গে-সঙ্গে খোঁজা ছাড়া কোনো উপায় নাই। বগলে কড়া পড়িয়া গিয়াছে।

"শুক্রবার ॥ সৌভাগ্যবশতঃ তাড়িওয়ালার বাড়িতে বাক্স লুকাইবার সুবিধা পাইয়াছি। খোঁজাখুঁজি বন্ধ হইলে বাড়ি আনিব।

"সোমবার ॥ তাড়িওয়ালার সহিত পরামর্শ করিয়া গাঁজার ব্যবসা শুরু করিয়াছি। বিষম লাভ হইতেছে। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরিও করিতে হয়।

"শনিবার ॥ জিনিসপত্র বহু কিনিয়াছি, বহু দানও করিয়াছি। ইহারা জিনিস লয় অথচ আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে, তাই মনে করিয়াছি শহরে বাড়ি কিনিব।

"রবিবার ॥ ঘটনাক্রমে গম্বুজের ভিতরকার এই নির্জন স্থান আবিষ্কার করিয়াছি। এখানেই আমার এই লিপি ও বাকি গুটিকতক অলঙ্কার রাখিলাম। ইহাদের বিবাহাদি হইলে উপহার দেওয়া যাইবেক। ইতি শ্রীগজা।"

সেজ-দাদামশায় হতাশ গলায় বললেন, "তারপরই বোধহয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠাকুরদা বাঁদরের সিঁড়ি কাটিয়ে দিয়েছিলেন, গজার আর কাউকে গয়না উপহার দেয়া হয়নি। শেষে তো সে কলকাতাতেই থাকত শুনেছি। পদিপিসীর ফিক-করে হাসারও কারণ বোঝা গেল। তাঁর মতে গজার থেকে বাক্স পাবার যোগ্য পাত্র আর কেই বা ছিল!"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে খেন্তিপিসী বললেন, "বাক্সে কী আছে?"

দিদিমা ঢাকনি খুলে দেখলেন। বললেন, "আমি ভাগ করে দিচ্ছি। খেন্তি, যদিও তুই আমার কাছ থেকে সেবার তিনশো টাকা ধার নিয়ে শোধ দিসনি, তবু এই হারটা তুই নে।" সেজ-দাদামশাইকে বললেন,-"ঠাকুরপো, তোমার কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো: তুমি এই হীরের আংটি নাও। এটা মেজঠাকুর-পোর ছেলেকে দেব; এটা পাঁচুর; এটা ন্যাড়ার প্রাপ্য; এটা পুঁটকি পাবে; এটা বুঁচকি পাবে; এই বালাজোড়া আমার ভাগ, আমার মেয়েকে দেব।" বলে মাকে দেবার জন্য আমার হাতে দিলেন। তারপর সকলের সামনে আমাকে আদর করে বললেন, "বাকি রইল এই পান্নার আংটি, এটা দাদা তোমার, কারণ তুমি খুঁজে না-দিলে এদের দ্বারা হত না। এবার চল দিকিনি, কত খুলি বানিয়েছি হাতমুখ ধুয়ে খাবে চল। হ্যাঁ, বাক্সটা কিন্তু আমি নিলাম, মশলা রাখব।"

দিদিমার সঙ্গে চলে যেতে-যেতে শুনলাম, খেন্তিপিসী পাঁচু-মামাকে বলছেন, "তাকে দিল সাত নহর আর আমরা বেলা এক ছড়া!" আর চিমড়ে ভদ্রলোক সেজ-দাদামশাইকে বলছেন, "স্যার, আমার দুশো টাকা?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"স্যার, আমার দুশো টাকা ?"

www.BanglaBook.org

'পড়তে পড়তে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ
বা সুকুমার রায়ের রচনা,' বলেছেন রাজশেখর বসু

দিনদুপুরে চোখের উপর রোজ রোজ কতো কী হয়, লীলা মজুমদারের 'দিনদুপুরে' (দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা) যে না পড়েছে তাকে বোঝানো যাবে না। বদ্যিনাথের বড়ি যে কেমন বড়ি, পলটু জমাদারের মাদুলি যে কেমন মাদুলি, গুপে নেড়ু নগা আর নটবর—এরাই বা কেমন ছেলে, আর গঙ্গুদাই বা কেন গাইতেন—

কেরোসিন ! কেরোসিন !
কেরোসিনের সুবাতাসে
মহাপ্রাণী খইসে আসে,
খাও, খাও, ভইরে টিন,
কেরোসিন ! কেরোসিন !

BanglaBook.org

বাংলা শিশুসাহিত্যের আসরে সুকুমার রায় যে কীর্তি স্থাপন করেছিলেন, লীলা মজুমদার তার যোগ্য উত্তরাধিকারিণী। তাঁর

www.BanglaBook.org

বই ছোটোদের জন্য লেখা বড়োদের গল্প নয়, বড়োদের জন্য লেখা ছোটোদের গল্প নয়, সত্যিকারের ছোটোদের গল্প! আশ্চর্য তাঁর মন, এত নবীন যে দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে তার কৌতুকবোধ সদাজাগ্রত; আশ্চর্য তাঁর চোখ, দৃশ্যের আসল অংশটুকু ছেঁকে নিয়ে পৌঁছে দেয় মনের দরজায়। ছোটোদের জন্য এমন লেখা, এমন বলা আজকাল চোখে পড়ে না। না পড়লে, গঙ্গুদার ভাষায়, 'অনুতাপে দগ্ধ হবি, ড্যাংডুডু চেটে খাবি।'

'দিনদুপুরে' পড়ে শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয় লিখেছিলেন—

'ছেলেমানুষ আর বুড়োমানুষ একই জগতে বাস করে কিন্তু দুজনের দৃষ্টি সমান নয়। আমরা ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে যে অদ্ভুতলোকের সংস্পর্শে আসি বড়ো হলে তা ভুলে যাই। দৈবক্রমে কেউ কেউ বড়ো হয়েও বাল্যের দিব্যদৃষ্টি বজায় রাখেন, এঁরাই সার্থক শিশু-সাহিত্য লিখতে পারেন। 'দিনদুপুরে'র লেখিকা লীলা মজুমদারের এই দুর্লভ বাল্যদৃষ্টি আছে। মাস্টারমহাশয়ের ম্যাজিকে তাঁর ছাত্রের সংখ্যা একটি একটি করে কমে যায় এবং তাঁর ছাগলের সংখ্যা একটি একটি করে বাড়ে—এই আশ্চর্য তথ্য বার করা যার-তার কর্ম নয়। ছোট ছেলেমেয়েরা এঁর লেখা পড়ে তৃপ্ত হবে, কারণ ইনি তাদের চোখেই দেখেছেন, তাদের ভাষাতেই লিখেছেন, কথাচ্ছলে সদুপদেশ দেবার চেষ্টা করেন নি। এঁর বর্ণনার ভঙ্গী মামুলি শিশুসাহিত্যের মতন মোটেই নয়, পড়তে পড়তে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের রচনা।'

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG